ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ

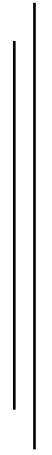

মূল : ডঃ নাছের বিন সোলায়মান আল-ওমর

অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

প্রকাশকের কথা

حقيقة الانتصار বা 'বিজয়ের স্বরূপ' বইটির মূল লেখক ড. নাছের বিন সোলায়মান আল-ওমর ১৯৫২ সালে সঊদী আরবের আল-ক্বাসীম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি রিয়াদের মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উলূমুল কুরআন' বিভাগের প্রফেসর হিসাবে কর্মরত। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২০টির অধিক। তিনি ইসলামী বিশ্বের সমকালীন প্রেক্ষাপট নিয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। তন্মধ্যে আলোচ্য বইটি অন্যতম। ইসলামের দৃষ্টিতে 'বিজয়' কাকে বলে সে সম্পর্কে এ বইতে লেখক সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহ দুনিয়াবী শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে কাফির শক্তির তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়ায় মুসলিম সমাজে এক ধরণের চাপা হতাশা ও মানসিক অস্থিরতা বিরাজ করছে। একদিকে এলাহী দ্বীন ইসলামের চিরন্তন শ্রেষ্ঠত্ব, অন্যদিকে মুসলিম উম্মাহ্র দুর্বলতর অবস্থান এই দ্বৈরথ তাদের মধ্যে নানা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে দুনিয়াবী সামর্থ্যের বিচারে নিজেদের পরাজিত দেখতে পেয়ে তারা পড়েছেন গোলকধাঁধায়। এমতাবস্থায় লেখক ইসলামের দৃষ্টিতে বিজয়ের স্বরূপ কী এবং একজন মুমিনের জীবনে প্রকৃত বিজয় কোন্টি তা সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন। মুসলিম উম্মাহ্র অতীত-বর্তমান ইতিহাস তুলে ধরে তিনি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, দুনিয়াবী ক্ষমতা ও বস্তুগত উপায়-উপকরণে সামর্থ্যবান হওয়াই বিজয় ও আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্তির একমাত্র লক্ষণ নয়; বরং আল্লাহ্র সাহায্যের নানা দিক ও প্রকৃতি রয়েছে। তার যেকোন একটি বাস্তবায়িত হ'লে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত বিজয় ও সাহায্য বাস্তবায়িত হয়েছে বলে গণ্য হবে। কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে লেখক বিজয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ, প্রকাশ্য সাহায্য বিলম্বিত হওয়ার কারণ, বিজয়ী হওয়ার জন্য মুসলমানদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ের হৃদয়গ্রাহী বিশ্লেষণ করেছেন। বইটি সমকালীন ইসলামী আন্দোলনের জন্য একটি দিক-নির্দেশক ভূমিকা পালন করবে। আলেম-ওলামা ও দাঈগণ বইটি থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আমরা আশা রাখি। সাথে সাথে যারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে নেতিবাচক তৎপরতার আশ্রয় নিচ্ছে তাদের জন্যও বইটি চক্ষুউন্মীলক হ'তে পারে।

ইতিপূর্বে ডিসেম্বর'০৪ থেকে সেপ্টেম্বর'০৫ পর্যন্ত ১০ কিস্তিতে এ বইটির অনুবাদ মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় তখন থেকেই আমরা অনুবাদটিকে বই আকারে প্রকাশের চিন্তা করেছিলাম। সময়-সুযোগের অভাবে তা এতদিন সম্ভব হয়নি। বিলম্বে হ'লেও বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দ বোধ করছি এবং আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া জানাচ্ছি। প্রাসঙ্গিক বিচারে বইটির নাম 'ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ' রাখা হ'ল।

পরিশেষে সুলিখিত এই পুস্তকটির রচয়িতার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুবাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল মালেককে। যিনি অসামান্য দক্ষতায় লেখকের মূল বক্তব্যকে প্রাঞ্জল ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সাথে সাথে প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্টদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে কবুল করুন- আমীন!!

-প্রকাশক

ভূমিকা

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

আধুনিক যুগে ইসলামী দা'ওয়াত বা প্রচারকার্যের বাস্তব অবস্থা এবং তা করতে গিয়ে যে ঝুঁকি ও বিপদ-আপদের মুখোমুখি হ'তে হয় তা আমি ভেবে দেখেছি। আমি লক্ষ্য করেছি, মুসলিম জাতি এখন যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছে। তাদের মাঝে রেনেসাঁর অভ্যুদয় ঘটেছে, ইসলাম প্রচারকগণ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়াচ্ছেন। দেশে দেশে ইসলামী দলগুলি বিস্তার লাভ করছে। এমনকি তারা ইউরোপ, আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অনেক মুসলিম দেশে জিহাদী আন্দোলন চলছে। যেমন- আফগানিস্তান, ফিলিস্তীন, ইরিত্রিয়া, ফিলিপাইন ইত্যাদি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, এখানে মুসলমানদের মাঝে অনেক বিষয়ে সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনে শূন্যতা রয়েছে। যদিও কুরআন তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এমনকি বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করেছে। আমার মনে হয়েছে, প্রচার কাজ ও প্রচারকদের মধ্যে বিদ্যমান এই ত্রুটি-বিচ্যুতির বেশির ভাগ কারণ উক্ত বিষয়গুলির তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থতা।

(حقيقة الإنتصار) 'বিজয় লাভের তাৎপর্য' এমনি একটি বিষয়। এ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা এক বড় গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিয়েছে। যেমন প্রচারকগণের প্রচার কাজে তড়িৎফল প্রত্যাশা, প্রচার কাজে অবনতি, প্রচার কাজে হতাশা ও নৈরাশ্য ঘিরে ধরা এবং সর্বশেষে প্রচারকার্য থেকে সরে দাঁড়ান। এ জাতীয় মানসিকতার একটা নেতিবাচক প্রভাব যেমন প্রচার কার্যক্রমের উপর পড়ছে, তেমনি পড়ছে মুসলিম জাতির উপর।

তাই আমি এই অজ্ঞাত তাৎপর্য ও উহার শিক্ষা কুরআনুল কারীমের আলোকে তুলে ধরতে সঙ্কল্পবদ্ধ। সহায়তা, শুদ্ধতা, যথার্থতা ও সাহায্যের মিনতি আল্লাহ্‌র দরবারে করছি।

বিষয়ের গুরুত্ব :

বিজয় লাভ কথাটির তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষের একটি ভুল ধারণা রয়েছে। তারা প্রচারকের বিজয় এবং দা'ওয়াত ও দ্বীনের বিজয়কে গুলিয়ে ফেলে। আর তা থেকে সৃষ্টি হয় ভুল ধারণা। এ জাতীয় ভুল বুঝাবুঝি ও গুলিয়ে ফেলা থেকে এমন কতকগুলি নেতিবাচক বিষয় জন্ম লাভ করেছে, যার কুপ্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দ্বীন ও উম্মাহ উভয়ের উপর পড়ছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হ'ল-

কর্মপদ্ধতি নিয়ে সন্দেহ :

দ্বীনের একজন নিবেদিতপ্রাণ প্রচারক সম্পর্কে অনেক সময় বহু লোকের ধারণা জন্মে যে, সে তার প্রচার কাজে বিজয় ও সাফল্য লাভ করতে পারেনি। কেননা যে লক্ষ্যের দিকে সে আহ্বান জানাচ্ছে এবং যা বাস্তবায়ন করতে সে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সে তা অর্জনে সক্ষম হয়নি। ফলে প্রচারকের কর্মপদ্ধতি নিয়ে তারা সন্দেহের চোরাবালিতে আটকে যায় এবং অনেককেই তার পেছন থেকে সটকে পড়তে দেখা যায়।

দ্রুত প্রচারফল ও লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যাশা :

দ্রুত প্রচারফল ও লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যাশা আরেকটি নেতিবাচক দিক। অনেক প্রচারককেই এরূপ অবস্থার শিকার হ'তে দেখা যায়। একজন প্রচারক (দাঈ) যখন প্রচার কাজ শুরু করেন তখন তিনি একটি উত্তম কর্মপদ্ধতি এঁকে নেন। অতঃপর তদনুসারে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু যখন সময় পেরিয়ে যায় অথচ লক্ষ্যের কিছুই অর্জিত হয় না কিংবা সামান্য যা অর্জিত হয় তা তার শ্রম অনুপাতে মোটেও মনঃপূত হয় না, তখন তিনি তার সঠিক কর্মপদ্ধতিকে ভুল কর্মপদ্ধতি দ্বারা বদলে ফেলেন, যার মাধ্যমে তিনি দ্রুত ফল প্রত্যাশা করেন। তার উপর অর্পিত দায়িত্বের তাৎপর্য অনুধাবনে ভ্রান্তিতে পড়েছে এবং তিনি আল্লাহ্র অর্পিত দায়িত্ব পালন না করার ফলেই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। এই ভুল ধারণা সৃষ্টির প্রেক্ষিতে এমনটা দেখা দেয়। দায়িত্ব পালন ও সাফল্য লাভের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান আছে তা এই শ্রেণীর প্রচারকগণের খেয়াল থাকে না কিংবা তারা তা মোটেও জানেন না।

কর্মপদ্ধতি হ'তে বিচ্যুতি :

এই উম্মতের প্রথম যামানার লোকদের সংস্কার যে রূপরেখার আলোকে সাধিত হয়েছে তার অনুসরণ ব্যতীত শেষ যামানার লোকদের সংস্কার কখনই সাধিত হবে না। সুতরাং একজন প্রচারক অবশ্যই 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতে'র কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবেন। আর তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি। ছহীহ হাদীছে এ কথাই বলা হয়েছে-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ-

‘তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নাত ও সৎপথ প্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাতকে মেনে চলা। তোমরা উহা আঁকড়ে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে পড়ে থাকেব’।[১]

আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণীতেও আমরা এ কথা বুঝতে পারি-

وَأَنَّ هَـــذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْماً فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيْلِهِ-

‘এটি আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথের অনুসরণ করবে না, নতুবা উহা তোমাদেরকে তাঁর পথ হ’তে বিচ্ছিন্ন করে দিবে’ *(আন‘আম ৬/১৫৩)*।

এরূপ আরও অনেক আয়াত ও হাদীছ রয়েছে, যা কুরআন ও হাদীছে উল্লিখিত কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের অপরিহার্যতাকে ফরয গণ্য করে। কোন কোন জামা‘আত ও প্রচারকের একান্ত কামনা দ্বীনের বিজয় হোক। তাদের ধারণায় দ্বীনের বিজয় ও কুফরের পরাজয় দা‘ওয়াতী কাজের সফলতার মাপকাঠি। তারা একদিকে যালেমদের অত্যাচার ও দর কষাকষির সামনে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে অনুসারীদের তড়িৎ ফল প্রত্যাশা ও অসহিষ্ণুতার কারণে এমন কিছু পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করে যাতে তাদের ধারণা মতে দ্বীন বিজয়ী হবে এবং তার সুরক্ষার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু এভাবে কাজ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের কিছু মৌলিক নীতিমালা থেকে সরে আসতে হয় এবং প্রচারককে সঠিক ও বেঠিক নীতিমালার মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করতে দেখা যায়। এভাবে তারা নিজের অজান্তেই প্রচারের সঠিক কর্মপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং ইসলামের শত্রুদের দর কষাকষি ও খেল-তামাশার সামনে মাথা নত করে বসে।

হতাশা, নৈরাশ্য, তারপর নিষ্কর্মা :

দ্বীন প্রচারের রাস্তা দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য। এটা নানা চড়াই-উতরাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। তাই কম প্রচারককেই দেখা যায়, তারা স্বীয় প্রচার কাজে অবিচল ও দা‘ওয়াতী কর্মপদ্ধতিকে আঁকড়ে থেকে এই রাস্তা অতিক্রম করতে পেরেছেন। দেখা যায়, একজন প্রচারক প্রচার কাজে লিপ্ত হয়ে কয়েক বছর পার হওয়ার পরও যখন তার প্রচার কাজের সামান্য অগ্রগতিও দেখতে না পায় এবং একের পর এক কৌশল অবলম্বন করেও কোন ফল অর্জিত না হয়, তখন সে সন্দেহের চোরাবালিতে নিপতিত হয়। এমতাবস্থায় কখনও সে নিজেকে দোষারোপ

---

১. *আহমাদ ৪/১২৬, ১২৭ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪৩; তিরমিযী হা/২৬৭৬ সনদ ছহীহ।*

করে, কখনও তার জাতিকে, আবার কখনও নিজের অনুসারী ও সহযোগীদের। পরিশেষে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এসব লোকের জন্য দা'ওয়াত কোন কাজে আসবে না, তারা কোন প্রচারকের দা'ওয়াতে সাড়া দেবে না। সে নিজের মনকে এই বলে প্রবোধ দিতে থাকে যে, 'তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, তোমাকে শুধু নিজের ভাবনাই ভাবতে হবে। সুতরাং অন্যদের সালাম জানাও'। সে আল্লাহ্র বাণী, لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ 'তাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব আপনার উপর নয়' *(বাক্বারাহ ২/২৭২)* -এর অর্থ অনুধাবনে ভুলের শিকার হয় এবং আল্লাহ্র বাণী لاَيَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، 'তোমরা সৎপথে পরিচালিত হ'লে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(মায়েদাহ ৫/১০৫)*-কে যথাস্থানে প্রয়োগ না করে অপপ্রয়োগ করে।

এভাবে ঐ প্রচারক তার জাতি সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহ যে তাদের হেদায়াত করবেন, এমন আশা আর তার মনে জাগে না। ফলে সে প্রচারকার্য থেকে হাত গুটিয়ে হাত বসে থাকে এবং স্বজাতি ও তাদের কর্মকাণ্ডকে এড়িয়ে চলতে থাকে।

সাহায্য ও বিজয়ের তাৎপর্য উপলব্ধিতে ব্যর্থতাই তার এই পরিণামের মূল কারণ। সে বুঝতে পারে না যে, তার জাতি তার আহ্বানে সাড়া না দেওয়া সত্ত্বেও সে তাদের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে ধৈর্য ধারণ করলে তা তার চাহিদা মত তাদের ঈমান আনয়ন ও তার অনুগামী হওয়া থেকে তার জন্য অনেক বেশী দামী পারিতোষিক, সঞ্চয় ও সাহায্য বলে বিবেচিত হ'তে পারে।

উল্লিখিত বিষয়গুলি ছাড়াও আরো অনেক বিষয় আছে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'প্রচার কাজে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়' সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকে জন্মলাভ করেছে। অনেক প্রচারকই দ্বীনের বিজয় ও প্রচারকের বিজয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না। বর্ণিত আলোচনা হ'তে উপরিক্ত বিষয়ের গুরুত্ব, প্রচারক ও জ্ঞান পিপাসুদের জন্য একে ফুটিয়ে তোলা ও বিশদ বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে কুরআন মজীদে এমন বহু আয়াত রয়েছে, যা বিজয় ও সাহায্যের অর্থ, প্রচারকের করণীয় এবং সেই করণীয় কাজ আর তার ফলাফল ও প্রভাবের মধ্যকার পার্থক্যকে তুলে ধরেছে।

সাহায্য ও বিজয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّالَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ– ‘নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে ও বিশ্বাসীদেরকে পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে সেদিন সাহায্য করব’ *(মুমিন ২৩/৫১)*। وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ‘মুমিনদেরকে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব’ *(রূম ৩০/৪৭)*। إِنْ تَنْصُرُوْا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ‘যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তা‘আলাও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৭)*। وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ‘অবশ্যই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন, যে তাঁকে সাহায্য করবে’ *(হজ্জ ২২/৪০)*।

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ– ‘নিশ্চয়ই আমার কথা আমার রাসূলগণের ক্ষেত্রে পূর্বে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তারা অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন এবং আমার বাহিনী অবশ্যই বিজয়ী হবে’ *(ছাফফাত ৩৭/১৭১-৭৩)*। এই আয়াতগুলি ছাড়াও এরূপ আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যা একজন প্রচারকের পক্ষে এলাহী সাহায্যের প্রমাণ বহন করে। চাই সে প্রচারক রাসূল হউন কিংবা মুমিন হউন। আল্লাহ প্রদত্ত এ সাহায্য আসবে আখেরাতের আগে দুনিয়াবী জীবনেই।

কুরআন-হাদীছ থেকে যা জানা যায় যে, অনেক নবীকে তাঁদের শত্রুরা হত্যা করে লাশ পর্যন্ত বিকৃত করে দিয়েছে। ইয়াহইয়া ও শু‘আইব (আঃ)-এর ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছিল। আবার অনেক নবীকে তাঁদের গোত্র হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। তাঁরা তাদের ছোবল থেকে নিস্কৃতি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের দেশ ছাড়তে হয়েছিল। যেমন ইবরাহীম (আঃ) স্বজাতি ও স্বদেশ ছেড়ে শাম দেশে হিজরত করেছিলেন। ঈসা (আঃ)-কে তাঁর জাতি যখন হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন আল্লাহ তাঁকে ঊর্ধ্বলোকে তুলে নিয়েছিলেন।

মুমিনদেরকেও অনুরূপ বর্বরতম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কাউকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে, কাউকে শহীদ করা হয়েছে, কেউ দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করেছেন। তবে এভাবে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হওয়া, হত্যার শিকার ও শাস্তি ভোগের পরও পার্থিব জীবনে আল্লাহ্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়?